রামানুজ কিভাবে জীবের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন?

(জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্বন্ধ)

রামানুজের মতে, দেহবিশিষ্ট আত্মাই হল জীব। যে আত্মা ব্রহ্মের অংশ অর্থাৎ ব্রহ্মের চিৎ অংশ থেকে জাত হল আত্মা, এই আত্মা সংখ্যায় বহু আত্মা যে দেহের সঙ্গে যুক্ত সেই দেহের উৎপত্তি ঘটেছে ব্রহ্মের অচিৎ অংশ থেকে, তাই রামানুজের মতে, আত্মা অসীম নয়, চৈতন্য আত্মার আকস্মিক ধর্ম নয়, আত্মা চৈতন্য স্বরূপও নয়, তাঁর মতে চৈতন্য হল আত্মার স্বাভাবিক গুন, অর্থাৎ আত্মা সব অবস্থাতেই চৈতন্য বর্তমান থাকে। এক কথায় বলা যায় চৈতন্য হল আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম। রামানুজের মতে, চৈতন্যের ও আত্মার মধ্যে অপৃথক সিদ্ধির সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাই জীবের সর্বপ্রকার অবস্থাতেই — জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূঢ় ও মরন — সব ক্ষেত্রেই চৈতন্য ব্যক্ত কিংবা অব্যক্ত অবস্থায় বিরাজ করে। তবে বদ্ধজীবকে তিনি জ্ঞাতা- কর্তা ও ভোক্তা বলে অভিহিত করেছেন। এদের জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সবকিছুই আংশিক, কিন্তু মুক্তজীব পূর্নজ্ঞাতা, পূর্নকর্তা এবং পূর্ন ~~কর্তা~~, ভোক্তা।

রামানুজের মতে, ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের যে সম্বন্ধ তা হল আসলে বিশিষ্ট অভেদ, কারন ব্রহ্ম হল এক ও অদ্বিতীয়, কিন্তু জীব হল সংখ্যায় অনেক, সসীম, সেজন্য অসীম ও সর্বব্যাপী ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের কখনোই একান্ত অভেদ থাকতে পারে না, তাঁর মতে, ব্রহ্ম হল চরমসত্য, জীব তার অস্তিত্বের জন্য ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল, তাই জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপত অভিন্ন হলেও কার্যত তারা অভিন্ন, তাই রামানুজ বলেন মুক্তিকালে জীব ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয় না, সাদৃশ্য লাভ করতে পারে মাত্র, এককথায় একই ব্রহ্মের দুটি ভিন্ন প্রকার রূপের মধ্যে (ব্রহ্ম ও জীব) ভিন্নতা এবং অভিন্নতার সম্বন্ধকে রামানুজ অভেদ বলেছেন, এই অভেদ হল বিশিষ্ট অভেদ,

উপনিষদের 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের ব্যাখ্যায় রামানুজ 'তৎ' এবং 'ত্বম' এর মধ্যে একান্ত অভেদের কথা না বলে এই বিশিষ্ট অভেদের কথা বলেছেন, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ হল ভিন্নাভিন্নের অভেদ, রামানুজ তিন প্রকার জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, যথা- নিত্যমুক্ত মুক্ত ও বদ্ধজীব, নিত্যমুক্ত জীবেরা কোন প্রকার-

Saathi

Date __/__/____

বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ হন না, তারা নিয়ত বৈকুণ্ঠে বসবাস করেন, মুক্ত জীবেরা কোন এক সময় বন্ধন দশা প্রাপ্ত হলেও ঈশ্বর, কর্ম ও ভক্তির সাহায্যে সেই বন্ধন দশা থেকে মুক্তিলাভ করেছেন, আর বদ্ধজীব অবিদ্যা ও সকাম কর্ম বশত, সংসার চক্রে আবর্তিত হয়ে নানা প্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করে, তাঁর মতে বদ্ধজীবগন সাধনা ও ভক্তির দ্বারা মোক্ষলাভ করলে তাদের সংসার চক্রের গতিরোধ হয়, ফলে জীবের আর পুনর্জন্ম ঘটে না, ব্রহ্মে আশ্রিত হয়ে তারা বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করেন, তাই রামানুজ জীব ও ঈশ্বরের জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন না, বিদেহমুক্তি হল তাঁর মতে যথার্থ অর্থে মুক্তি,

— x —

Atasi Mahapatra | B.A. Hons | Philosophy | sem-4 | CC-3